IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রবাদের খুঁটিনাটি ও নারীর ভাষা

ধীরাজ সরকার

প্রবাদ হলো মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অনুভূতির সরস আবেগ। যা আদিকালে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মূর্ত ফসল। বন পর্ব থেকে শুরু করে আজ আধুনিককালে মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা কালের নিয়মে বিভিন্ন জীবের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবে চলতে চলতে মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়ে রুদ্ধ পথের রজ্জু ছিড়ে পথ চলার সুগমতা আবিষ্কার করেছে। আর এই সুগম পথটি হল লোকোক্তি। এই লোকোক্তিগুলো পরম্পরাগত প্রাজ্ঞ এবং ভাষিক তীব্রতা যুক্ত। যেখানে মেধাবী জ্ঞানের স্নিগ্ধ পরশ লক্ষ করা যায়। আর মানুষই হলো সেই জ্ঞানের উৎস। বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সে অন্যের উপকার্থে ছন্দোবদ্ধ ভাবে তিক্ষ্ণ ভাষিক তীব্রতা অথবা রসালো অনুভূতিতে সমাজ সচেতনতামূলক টুকরো টুকরো বাক্যবাণ উদঘাটন করেছে। যা সকলকে সচেতন করে। আবার এই সচেতনতায় রসিকতাও কম নেই। আর এটি হল প্রাচীন কোন অজানা যুগের মানব সভ্যতার আবিষ্কার। যার নাম প্রবাদ। প্রবাদ শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেএ

ঽপ্র + বদ্ ধাতু (বিশেষ বলাঌ + অ(ঘঞ) -ভা। অর্থাৎ পরম্পরাগত বাক্যএ জনরবএ লোককথাএ জনশ্রুতিঽ।[১]

প্রাচীনকালে মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে ভাষার ফ্লেভার ; ঽসংঅবনতঌ হলো এই প্রবাদ। আদিম মানুষ ভাষাহীন ছিল। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে উদ্‌ভূত ধ্বনি অনুকরন অনুশীলন করতে করতে তারা ধ্বনিএ কথা পরিশেষে ভাষা আবিষ্কার করে ফেলেছিল। তখন সেই ভাষা মানুষগুলোকে নিজের অপরিসীম ক্ষমতার উৎস দান করেনি বরং আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিল। তারা তাদের রুদ্ধ মনের পুঞ্জিভূত উচ্ছ্বাস কে সুষমামন্ডিত করে কথায় প্রকাশ করার প্রয়াস করেছিল। অনুশীলনের মাধ্যমে তারা কথামালার ছন্দবদ্ধতা সৃষ্টি করেছিল। আর এভাবে তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে পুঞ্জিভূত করেছিল। সেই ছন্দবদ্ধ পুঞ্জিভূত কথামালাই হল প্রবাদ-প্রবচন। মানব সভ্যতার মানুষগুলোর তিরোধান ঘটলেওএ সেই অভিজ্ঞতার ফসল পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাই প্রবাদ-প্রবচন গুলোর মৃত্যু ঘটেনি সেগুলো কিন্তু বিবর্তিত হয়েছিল।

আলী নেওয়াজ মহাশয় তাঁর ঽডাক ও খনার বচনঽ গ্রন্থে বলেছেন,

"যাযাবর আদিম মানুষ জীবিকার তাগিদে যখন স্থান ত্যাগ করে পাহাড়এ জঙ্গলএ মরু এসাহারাএ নদএ নদী পেরিয়ে দেশ দেশান্তরে ঠাঁই নেয়এ সাথে নিয়ে গিয়েছিল যেমন তাদের পোষা পশু গুলোএ গৃহস্থালির আসবাবপত্রএ তেমনি নিয়ে গিয়েছিল প্রাণপ্রিয় আপন ভাষাএ প্রবাদ প্রবচনএ ছড়া গাঁথা এক কথায় তাদের সংস্কৃতি। নতুন মাধ্যমেএ পরিবেশে দীর্ঘ দ্বন্দ্ব ও

সংঘাত সংঘর্ষের ফলে জন্মলাভ করে আর এক সংগীকৃত বলিষ্ঠ সংস্কৃতিএ ভাষা ও মৌখিক সাহিত্য। আদিম সমাজের ইতিহাস অস্পষ্ট ও দুর্জ্ঞেয় হলেও এই হচ্ছে আদিম মানব জাতির ঐতিহাসিক অগ্রগতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণঃ[২]।

এভাবেই আদিম মানুষ তাদের আপন সংস্কৃতির উপলব্ধি করেছে। আর সেই সংস্কৃতিকে বংশগত, সামাজিক তথা সংঘের সাথে যুক্ত করে নিয়েছিল। এরই মাঝে স্থান করে নিয়েছিল প্রবাদ।

মযহারুল ইসলাম মহাশয় তাঁর ঃফোকলোর পরিচিতি ও পঠন পাঠনঃ গ্রন্থে বলেন-

ঃদৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচার-আচরণ এ নৈসর্গিক পরিবর্তনের প্রভাব থেকেএ বস্তু ও ব্যক্তির সম্পর্ক থেকেএ রোগের কারণ ও ঔষধের বা নিয়ম আচরণের ফলেএ আরোগ্য থেকেএ পশুপাখির জীবনধারা থেকে, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সঞ্চয় করে যদি কোন ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের আলোকে বিশেষ কোন বিষয়ে ছন্দের মাধ্যমে একটি বাক্য বা একজোড়া বাক্য মুখে মুখেই গড়ে তোলে এবং তার সেই রচনা বা সৃষ্টি যদি সমাজের অথবা ধীরে ধীরে সেই ভাষার জনগণ দ্বারা সত্য ও আপন বলে গৃহীত হয়, তবে সেই বাক্যটি বা জোড়াবাক্য প্রবাদ বলে গণ্য হয়ঃ[৩]।

প্রবাদ গুলো এভাবে মানব সভ্যতার আশীর্বাদস্বরূপ প্রতীয়মান হয়েছে। মযহারুল ইসলাম মহাশয় এর অভিজ্ঞতা প্রবাদের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিকতার ক্ষেত্রে স্বীকার্য। এক্ষেত্রে স্পেনীয় একটি অবিস্মরণীয় উক্তি রয়েছে ঃ। চতवअमतइ पे ´ीवतज `मदजमदबमए ईंमक वद सवदह मगचमतपमदबमःऽ... অর্থাৎ প্রবাদ হলো এমন একটি ছোট বাক্য যার মধ্যে সংহত হয়ে আছে লোকসমাজের দীর্ঘ চলিত অভিজ্ঞতার নির্যাস[৪]।

আলী নেওয়াজ, মাজহারুল ইসলাম মহাশয় এবং স্পেনীয় উক্তি একে অপরের সম্পূরক। তিনটি যে এক সূত্রে গ্রথিত। প্রবাদকে তারা লোকজীবনের অভিজ্ঞতার ফসল বলে স্বীকার করেছেন । তবে এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের একটি সার্থক প্রবাদ সঙ্গত বলে মনে করি . ঃজীম ূপজ व िविदम उंद ंदक जीम ूपेकवउ व िउंदलःঃ প্রবাদ তেমনই এক বিচ্ছুরণ। বরুণ কুমার চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর ঃপ্রবাদ প্রসঙ্গঃ গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন.

ঃসংহত লোকসমাজের বিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার সরস সংক্ষিপ্ত বাক কৌশল বা বাক্য গ্রন্থনা যা বিজ্ঞজনের বা বহুজনের প্রজ্ঞার অংশ হিসেবে সমর্থিত হয়এ তাই প্রবাদ হিসেবে পরিচিতঃ[৫]।

বরুণ কুমার চক্রবর্তী মহাশয় আরো মনে করেন, ঃপ্রবাদ বাক্য ।इैवसनजम ज्तनजी বা न्दपअमतेंस ज्तनजी কিংবা চূড়ান্ত ধ্রুব সত্য বাক্য নয়। দেশকাল নিরপেক্ষ সার্বজনীন সত্যবাক্য নয়। এটি त्मसंजपअम ज्तनजी বা আপেক্ষিক সত্য। প্রবাদ বাক্য রচিত হয় মানব জীবনের মৌলিক বিষয় কে নিয়ে। আর তখনই প্রবাদ আপেক্ষিক তত্ত্বের সীমানা ছাড়িয়ে সার্বজনীন সত্যে উত্তীর্ণ হয়ঃ[৬]।

লোকসমাজে প্রবাদগুলো সৃষ্টির আদিতে মৌখিকভাবে ছিল । মার্কসবাদেও প্রবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এ আলোচিত হয়েছে। সুশীল কুমার দে মহাশয় ‘বাংলা প্রবাদ’ গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে ,

‘প্রবাদ একজনের সহজ বুদ্ধিতে হঠাৎ উৎপত্তি লাভ করলেও এটি বহুজনের সুলভ বুদ্ধির উপর ক্ষিপ্র প্রয়োগের অস্ত্র’[৭]।

পাশ্চাত্যের প্রজ্ঞাবানেরা প্রবাদকে যা মনে করেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন,

‘প্রবাদ ব্যক্তির বা ব্যক্তি বিশেষের বৈদগ্ধ এবং সমষ্টির জ্ঞান বা প্রজ্ঞা’[৭]।

সত্যই প্রবাদগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতার কল্পনা এবং রসসৃষ্টির প্রতিভা যুক্ততায় আজ জনসমাজে সৃষ্ট। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মনে করেন –

‘প্রবাদ সৃষ্টির জন্য বিশেষ লোকের বিশেষ কৌশল আয়ত্ত থাকতে হয়। পাশ্চাত্য পন্ডিতরা মনে করেন, প্রবাদের ৬ টি গুণ থাকা আবশ্যক.

১) সংক্ষিপ্ততা

২) সরলতা

৩) সাধারণ গুণ

৪) অলংকার (রূপক)

৫) সত্যতা

৬) প্রাচীনতা’[৮]

যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গুণগুলোতে অসম্পূর্ণতা বর্তমান । যেমন- অলংকার বলতে রূপক অলংকার কে প্রাধান্য দিয়েছেন তারা। তবে প্রবাদে রূপক ছাড়াও অন্যান্য অলংকার এর প্রয়োগ হয়। তিনি প্রবাদের মধ্যে আরও তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন

i) সংক্ষিপ্ততা (brevity)

ii) অর্থবহতা (sensibility)

iii) সরসতা (saltness)

০৪.০৪) প্রবাদের বৈশিষ্ট্য-

প্রবাদ গুলোর বিচিত্রতার জন্য মানুষের যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তার পেছনে যে সকল ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়গুলো মিশ্রিত তাদের প্রকাশ করা হলো-

১. প্রবাদ গুলোতে নেতিবাচক শব্দ প্রয়োগে সদর্থক দিকটির ব্যঞ্জনা করে।

২. প্রবাদের মাঝে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার আছে যা প্রাচীনত্বকে নতুনত্ব দান করে।

৩. অপিনিহিতি জাত শব্দের ব্যবহার লোকভাষা ও উপভাষার পরিচয় বহন করে। যা সভ্যতার পরিবাহিত তত্ত্ব প্রকাশ করে।

৪. প্রবাদে ক্রিয়াপদ হীনতার ব্যবহার, বাক্য গঠনের বুদ্ধিদীপ্ততাকে প্রকাশ করে।

৫.প্রবাদে যৌগিক ক্রিয়ার, অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার, বাক্য শুদ্ধিকরণ কে উদ্ভাসিত করে।

৬. প্রবাদে নামপদএ ক্রিয়াপদের ব্যবহার করে বিষয়কে আরও অর্থবহ করা হয়।

৭. সমার্থক শব্দএ ও অসমার্থক প্রবাদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৭.প্রবাদ গুলোতে সমিল -অমিল যুগল পদবন্ধ থাকে।

৮. সংলাপ ধর্মী/কথোপকথন ধর্মী/একোক্তী ধর্মী বাক্যগুলো পূর্বে ব্যবহৃত বাক্যের আধুনিকীকরণ করেছে।

৯. কখনও কখনও প্রবাদে সমিল- অমিল যুগল পদ বন্ধ ব্যবহার হয়।

১০. প্রবাদগুলো সংলাপ ধর্মীএ কথোপকথন ধর্মী ও একোক্তি ধর্মী হয়ে থাকে ।

১১. ধন্যাত্মক শব্দএ অনুকার শব্দ ও শব্দদ্বৈতের ব্যবহার ও প্রভাব দেখা যায়।

১২. প্রবাদের সমৃদ্ধতার জন্য বহুব্রীহি সমাসএ সন্ধিবদ্ধ পদ ও লক্ষ্য করা যায়।

১৩. প্রত্যয়এ নামধাতুর ব্যবহার ও কম নেই প্রবাদে।

১৪. স্বরভক্তির ব্যবহার প্রবাদে ভাষার গতিশীলতা ও পরিবর্তন বুঝতে সুবিধা হয়ে থাকে।

১৬.তদ্ভব শব্দএ দেশি শব্দএ বিদেশি শব্দএ প্রবাদের উৎপত্তি বা ডবকপঁপিবংজপবদ এর ক্ষেত্রে সূত্র নির্দেশ করে।

১৭. প্রবাদে বিপরীতার্থক শব্দএ সংখ্যাবাচক শব্দএ চিহ্নএ সংখ্যা ও কার্যকারণ সম্পর্ক যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ততার প্রকাশ করে থাকে।

০৪.০৫) প্রবাদের শ্রেণী বিভাগ -

এবার প্রবাদের চরিত্র বিচারের পরে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হবে। প্রবাদ গুলো প্রথমত, লৌকিক জীবন আশ্রিত বলে তা মুখে মুখে প্রকাশিত ও বিস্তার লাভ করেছে। তারপর সেই বিস্তার মানব জীবনের প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার কেউ পরবর্তীতে প্রবাদ সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। এইসব বিচারে প্রবাদকে যে শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় তা নিম্নরূপ:

প্রবাদ

মৌখিক বা লৌকিক প্রবাদ

ক) দেবদেবী বিষয়ক

খ) পৌরাণিক চরিত্র বিষয়ক

গ) ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষ ও নারী চরিত্র বিষয়ক

ঘ)সামাজিক চরিত্র বা সমাজজীবন বিষয়ক

ঙ) পারিবারিক সম্পর্ক আশ্রিত

চ) মানবদেহ সম্পর্কিত।

ছ) আচার-আচরণ অভ্যাস মূলক।

জ) গার্হস্থ্য জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র সম্পর্কিত।

ঝ) নিসর্গ প্রকৃতি বিষয়ক প্রবাদ

উদ্ভিদ ও লতাপাতা , আকাশ গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত , পশুপাখি কীটপতঙ্গ প্রাণী বিষয়ক।

ঞ) কৃষিকার্য সংক্রান্ত

ট) খাদ্যবস্তু বিষয়ক

ঠ) বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক

ড) বিলাসোপকরণ সম্পর্কিত

ঢ) প্রেম বিষয়ক

ণ) স্থান নাম বিষয়ক

ত) লোক কাহিনীমূলক

সাহিত্যিক প্রবাদ

বাহ্যিক অর্থযুক্ত

তাত্ত্বিক

আভ্যন্তরীণ অর্থযুক্ত

ব্যঞ্জনা অর্থযুক্ত

থ) লোকশিক্ষা উপদেশ প্রজ্ঞামূলক

দ) লোক সিদ্ধান্তমূলক

ধ) লোকো সাংবাদিকতা বিষয়ক

ন) বিবিধ বিষয়ক

নারী নির্যাতন

বাল্যবিবাহ

শিশু কন্যা ও শিশু পুত্র

অদৃষ্ট

পরিহাস

বিচার বিভ্রাট

নারী শিক্ষা

নারী অবমূল্যায়ন

চরিত্রহীনা নারী

জোর জুলুম

উভয় সংকট

সম্পর্কিত

পণপ্রথা

বিধবা প্রসঙ্গ

মাদক ধূমপান

কপটতা

শত্রু

ক্ষেত মজুর শ্রমিক

বার্ধক্য

প্রতিবন্ধী

বাস্তু তন্ত্র

অধ্যাবসায়

অভিজ্ঞতা

অনভিজ্ঞতা

আশা নৈরাশ্য

এভাবে সমাজ সংস্কারক ভূমিকা পালনে প্রবাদ, প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি বিষয়ে প্রায় তার যথার্থ পদচারণ করেছে। বর্তমানে তাদের সাহিত্যিক প্রয়োগ ও যথেচ্ছভাবে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হচ্ছে। এভাবে প্রবাদের শ্রেণীবিভাগ গুলো প্রবাদের বৈশিষ্ট্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। বৈশিষ্ট্য গুলো নিম্নে আমরা আলোকপাত করলাম:

১) শ্লেষে রূপকের বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ থাকে।

২) কোন মানব সভ্যতা বা জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, পরিণত বুদ্ধি, নিটোল নীতিবাক্য, লোকমনে প্রবাহিত সত্য কথন প্রকাশিত হয় প্রবাদের মধ্য দিয়ে।

৩) প্রবাদের অবয়ব হলো একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যএ স্ফটিকীকৃত রূপ শব্দগুচ্ছের সমন্বয়।

৪) প্রবাদ জাতির ঐতিহ্যাশ্রিত।

৫) সাধারণত উপমাএ বক্রোক্তিএ বিরোধাভাসএ অতিশয়োক্তি অলংকার এর প্রকাশ দেখা যায় প্রবাদে।

৬) প্রবাদ লোক সাধারণের উক্তি।

৭) প্রবাদে বাক্য শৈথিল্য, অর্থ বিচ্যুতি ,বাক্যবিন্যাস বা অবান্তর কথা থাকে না।

৮) প্রবাদ সরল, সরস, অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপদেশ বাক্য।

৯) ভাষার চেয়ে ভাবের প্রাধান্য বেশি প্রবাদে।

১০) প্রবাদ একটি সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশক পূর্ণ বাক্য বা পদ।

১১) প্রবাদ হচ্ছে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্য বা বাক্য সমষ্টি।

১২) প্রবাদ হচ্ছে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্য বা বাক্য সমষ্টি এবং দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য।

১৩) প্রবাদগুলি সাধারণত চলিত ভাষায় হয়ে থাকে।

১৪) প্রবাদ গুলি সহজবোধ্যএ প্রয়োগ অনুসারে তাদের তাৎপর্যের বিভিন্নতা ঘটে থাকে।

১৫) প্রবাদে বাক্য বিপর্যয় দেখা যায়।

১৬) পরম্পরার দুঃসহতাএ পরম্পরানুষঙ্গিক সন্তোষএ অনুপোযোগী দুঃসাধ্যতাএ সহজ কৌতুক অনুভব থাকে প্রবাদে।

১৭) প্রবাদ একালের বা সেকালের নয় ,এটি সর্বকালের ও সর্বজনের।

১৮) প্রবাদের প্রধান অনুপ্রেরক নৈতিক জ্ঞান নয়, সাংসারিক জ্ঞান।

১৯) প্রবাদ পরোক্ষ জ্ঞান নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

২০) সহজবোধ্যতা ও সহজ প্রয়োগ প্রবাদকে লোকোপ্রিয়তার ও লোকোস্মৃতিতে জাগিয়ে রাখার কারণ।

২১) প্রবাদে পটুকটু রসিকতা, ছড়ার ছন্দ ,মিলের পরিপাট্যের প্রয়োগ আছে।

২২) প্রবাদে অনুপ্রাস, যমক, উপমা ,উৎপ্রেক্ষা ,সমাসোক্তি ,রূপক ,অতিশয়োক্তি ও ব্যাজস্তুতি এর ব্যবহার বা প্রয়োগ হয়ে থাকে।

২৩) প্রবাদের উপস্থাপনা কৌশলের সত্যতা থাকবে।

২৪) প্রবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, চিরন্তনতা।

২৫) প্রবাদ মৌখিক বাকশিল্প এবং তা মুখে মুখে ফেরে তাই এটির বৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্ততা।

২৬) প্রবাদে বুদ্ধি খাটিয়ে তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। তাই এটির বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধিদীপ্ততা। বুদ্ধিদীপ্তি এর অর্থ-

˘পজ---চমক লাগানো কথা

ঁভ্তবনতকৃকৃরঙ্গ তামাশা

ঠংদজমতকৃখোঁচা দেওয়া

ািজপতমকৃব্যঙ্গ বিদ্রূপ

২৭) প্রবাদ প্রজন্মে প্রজন্মে সঞ্চারিত লোক প্রজ্ঞার সার, লোকশ্রুতি মূলক, স্মরণযোগ্য।

২৮) প্রবাদ হল সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ পূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধএ প্রজ্ঞা বা পূর্ণতা।

প্রবাদ সম্পর্কে পূর্ববর্তী গবেষণা ও সমীক্ষা-

প্রবাদ গুলো দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম প্রকাশের মাধ্যমে জাতির নৃতত্ত্ব, মনুষ্যত্ব লোকমানস, লোকসমাজের আচার-বিচার এর প্রথাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ধরে রেখেছে। ভাবের গভীরতা অনুভূতির তাৎপর্যে এই প্রবাদ লোকজীবনে অমর হয়ে রয়ে গেল। সমাজ সংস্কারের মহৌষধিতে পরিণত হল।

বাংলায় প্রবাদ সম্পর্কে যারা গবেষণা ও সমীক্ষা করেছেন তারা প্রবাদের উৎস বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রময়তা নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু প্রবাদের উৎস কাহিনী, লৌকিক কাহিনী, স্থানীয় ঘটনা, জীবন-দর্শনের সন্ধান কেউ করেননি। বাংলা প্রবাদ নিয়ে যে সকল গবেষণা ও সমীক্ষা পথচলার পথিকৃত হয়েছে সে সবের একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো--

১. নীল রতন হালদার-ক্ষকবিতা রত্নাকরষ্;১৮২৫) -.সংস্কৃতি প্রবাদের বাংলা

২. রেভারেন্ড উইলিয়াম মাটন –দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহষ্;১৮৩২)

৩.রেভারেঞ্জ লঙ- ষ্প্রবাদ মালাষ (১৮৬৮-১৮৬৯, ১৮৭২)

৪. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার- ষ্প্রবোধ চন্দ্রিকাষ্;১৮৩৩)

৫.ব्चजंपद जण्भ्स्मूपद. ष्पसस चतवअमतइ व जीम प्दींइपजंदज व बिपजजंहवदह भ्पसस ज्तंबजेष ;১৮৭৩)

৬ण श्रंउमे क्तंउवदक ।दकमतेवद. ष्वउम बिपजजंहंदह च्तवअमतइेष ;১৮৯৭)

৭ण মথুরামোহন বিশ্বাস-ষ্বাক্য বিন্যাসষ্;১২৫৫)

৮ण উমেশচন্দ্র সম্পাদিত- ষ্বামাবোধিনী পত্রিকাষ(১৮৮৬ , ১৮৯৩)

৯ण জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-ষ্বিবাহ ও স্ত্রী সম্বন্ধে ইংরেজি পুরাতন প্রবচনষ(১২৯৫)

১০ण কানাইলাল ঘোষাল-ষ্প্রবাদ সংগ্রহষ(১২৯৭)

১১ण প্রবোধ চন্দ্র মজুমদার-ষ্বঙ্গীয় প্রবচনাবলীষ(১২৯৯হ্ব উগ্র ক্ষত্রিয় প্রতিনিধি পত্রিকা

১২ण দ্বারকানাথ বসু-ষ্প্রবাদ পুস্তকষ(১৮৯৩হ্ব

১৩णরেভারেন্ড কে কে জি সরকার-ষ্মধ্য ভারতে প্রচলিত প্রবাদের সংকলনষ (১৮৯৪)

১৪ण দীনেন্দ্র কুমার রায়-ষ্প্রবাদ প্রসঙ্গষ(১৩০৪)

১৫ण মধু মাধব চট্টোপাধ্যায়-ষ্প্রবাদ পদ্মিনীষ(১৩০৫)

১৬ण সুবল চন্দ্র মিত্র-ষ্সরল বাংলা অভিধানষ(১৩০৬)

১৭। শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার-‘প্রবাদ প্রসঙ্গ’(১৯০৯)

১৮। বিমল চরণ লাহা-‘প্রবাদ প্রসঙ্গ’(১৩১৯)

১৯। ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায়-‘প্রবাদ বাক্য প্রবচনে অনুপ্রাস প্রবন্ধ’(১৩১৯)

২০। বজ্র সুন্দর সান্যাল-‘প্রবাদ প্রসঙ্গ’(১৩২০)

২১। শরৎ সুন্দরী দেবী-‘মেয়েলী শাস্ত্র এ তন্ত্র এ মন্ত্র প্রবাদ মালা’(১৩২২)

২২। রজ বালী খাঁ-‘প্রবাদ রত্নহার’(১৯১৬)

২৩। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-‘গ্রাম্য গাথা ও প্রবচন প্রসঙ্গ’(১৩২৩)

২৪। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়-‘চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা’(১৩২৬)

২৫। ইন্দু বিকাশ বসু-‘বাংলার ছড়া’(১৩৩৭-৩৯)

২৬।সুকুমার সেন-‘Womens Dialect in Bengali’ প্রবন্ধ1928 অষ্টাদশ সংখ্যা,Journal of the Department of letters,Calcutta University.(১৯২৮)

২৭। সুকুমার সেন-‘বাংলা নারীর ভাষা’(১৩৩৩)

২৮। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-‘ভারতচন্দ্রের কবিতায় প্রবচন’(১৩৩৭)

২৯। মোহাম্মদ হানিফ পাঠান-‘পল্লী সাহিত্যের কুরআন মানিক’(১৩৪৩)

৩০। সুশীল কুমার দে-‘বাংলা প্রবাদ’(১৩৫০-১৩৫২)

৩১। আশুতোষ ভট্টাচার্য-‘বাংলার লোকসাহিত্য’(১৯৫৪)

৩২। সত্য রঞ্জন সেন-‘প্রবাদ রত্নাকর’।(১৩৬৪)

৩৩। সুকুমার সেন-‘প্রবাদের প্রচলন প্রবন্ধ’(১৩৬৫)

৩৪। গোপাল দাস চৌধুরী ও প্রিয় রঞ্জন সেন-‘প্রবাদ প্রবচন’(১৩৬৭)

৩৫। রমেন্দ্রনাথ অধিকারী-‘উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য’(১৩৭১)

৩৬। সুশীল কুমার ভট্টাচার্য-‘উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি’(১৯০৭)

৩৭। দুলাল চৌধুরী-‘চাকমা প্রবাদ’(১৯৮০)

৩৮। তারাপদ সাঁতরা-‘ছড়া প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ’(১৩৮৮)

৩৯ঢ পবিত্র সরকার-ববাংলা প্রবাদের রূপষ(১৯৮১)

৪০ পল্লব সেনগুপ্ত-বপ্রবাদ প্রসঙ্গষ(১৩৮৯)

৪১ পল্লব সেনগুপ্ত-বলোকসংস্কৃতি বিশ্বজনীনতা ও জাতীয় সংহতিষ(১৯৮২)

৪২ঢ দীননাথ সেন-বচট্টগ্রামের প্রবচন বাগধারাষ(১৯৮৪)

৪৩ঢ অধ্যাপক ডক্টর বিজন বিহারী ভট্টাচার্য-ববঙ্গভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতিষ(১৯৮৫)

৪৪ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বপ্রবাদের জন্ম ও মৃত্যুষ(১৯১৩)

৪৫ঢ মঞ্জু পাল-ববাংলা প্রবাদে নারীষ(১৩৯৯)

৪৬ঢ সৌমেন দাস-বশাশুড়ি বধুর বিবাদ: বাংলা প্রবাদষ(১৪০১)

৪৭ঢপল্লব সেনগুপ্ত-বলোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপষ(১৯৯৫)

৪৮ঢ শ্যামাপদ মন্ডল-বপ্রবাদের আলোকে নদীয়াষ(১৯৯৫)

৪৯ যোগেশ্বর রঞ্জন পাঠক-বলোকসংস্কৃতির দর্পণেষ(১৯৯৬)

৫০ঢ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরীএ সুনির্মল দত্তচৌধুরীএ অমলেন্দু ভট্টাচার্য-বশ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখাষ(১৯৯৬)

৫১ মযহারুল ইসলাম-বফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন পাঠনষ(১৯৬৭)

৫২ঢ অনিমেষ কান্তি পাল-বলোকসংস্কৃতিষ(১৯৯৬)

৫৩ঢ আজিজুল হক মন্ডল-ববাংলা প্রবাদ বহু কৌণিক দৃষ্টিষ(২০১৩)

৫৪ঢ বরুণ কুমার চক্রবর্তী- বপ্রবাদ প্রসঙ্গষ(২০১০)

৫৫ জীবেশ নায়ক-বলোকসংস্কৃতি বিদ্যা ও লোকসাহিত্যষ (২০১০)

(বরুণ কুমার চক্রবর্তীএ২০০৩, ১৯ ব্র

প্রবাদ সম্পর্কিত গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষা মূলক কাজের উৎস থেকে একথা প্রমাণিত যে প্রবাদ বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ ভাবে প্রতিভাত। কাজগুলোতে প্রবাদের তাৎপর্য উৎস জাত নির্দেশ, আদর্শ ,দর্শন ও বাঙালির মানসিকতার প্রকাশ হয়েছে। সকলেই ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে এ প্রবাদগুলোকে খুঁজে খুঁজে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই উৎস নির্দেশ নেই। বর্তমানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর মোহাম্মদ জুয়েল তাঁর হবীরভূম জেলার নারীর ভাষা: একটি সমীক্ষাহ গবেষণাপত্রে বীরভূমের প্রবাদ ও নারীর ভাষায় ব্যবহৃত প্রবাদ এর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা জ্জাত বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

আমাদের সংগৃহীত ধারায় রয়েছে কিন্তু নারীর প্রবাদ হিসেবে বাংলা প্রবাদে স্বীকৃতি পায়নি-

১ঃ এতো পিতলাস কেন;বিরক্ত করাঃ ইতরাম;বদমায়েশিঃ

২ঃ শালার ব্যাটা গিঁঠায় গিঁঠায় পোঁদ পাকাম।;বেশি বঝেঃ

৩ঃ তেলা মাথায় তেল দিলে চুয়ে চুয়ে পড়ে

আর খাওয়ার উপর খাওয়া খেলে গা ডেগ ডেগ করে।

৪ঃ বাপে না পোঁতে

চোঙ্গায় চোঙ্গায় মোতে।

৫ঃ ঘরেত কিছু নাই

তার ফির বেশি বেশি ফুটানি।

৬ঃ থাকতে গরু না বয় হাল

তার দুঃখ চির কাল।

৭ঃ নামে গগন ফাটে

পাইল্যা হাড়ি কুত্তায় চাটে ।

৮ঃ পাছাত নাই চাম

করে রাধাকৃষ্ণের নাম।

৯ঃ ঘরেত নাই ভুজা ভাং

কারা বাজায় ঠ্যাং ঠ্যাং।

১০ঃ না জানে নাউয়া গিরি কাম

পট করি ধরে হাতুলি খান।

১১ঃ বকবকানিটা ভালই দিলু।

১২ঃ ধরি মাছ না ছুই পানি।

১৩ঃ সাপ ও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

১৪ঃ খিদা লাগলে সিদা হয়া থাক।

১৫ঃ নক করি থাকবু ,এটা কথাও কবু না।

১৬ঃ পুঁটি মাছের মত চিলকাছি।

১৭ঃ খাবনা খাবনা করে নেকট করে গা ए মোর জন্য থুইয়া পারা সুদ্দা খা।

১৮ঃ ক্ষুর কুসুরুং ক্ষুর কুসুরুং চুরুত চুরুত পানি

তোমার মনের কথা হামরা জানি।

১৯ঃ ঘুরি ফিরি বারো, বাড়িত বসি তের।

২০ঃ হায়রে কলি কাল

ছাগলে চাটে বাঘের গাল।

২১ঃ থাকতে গরু না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল।

২২ঃ মামার বাড়ির আবদার

;একটার পর একটা জিনিসের দাবি করা ए তাও আবার অজায়গায়)

২৩ঃ চাইলেই পাওয়া যায় ঃ

মগের মুল্লুক নাকি ঃ

;সহজলভ্য ए সব কিছুই নয়)

২৪ঃ ঘরের শত্রু বিভীষণ।

;নিজেদের মধ্যেই নিজেদের শত্রু বর্তমান)

২৫) গাধাকে যতই পেটাও

গাধা কি ঘোড়া হয় ।

;শুধরানো যায়না)

২৬) কুত্তার লেজ,

ঘি দিয়ে টানলেও সোজা হয় না।

;অনেক চেষ্টাতেও অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া)

২৭) কুত্তার পেটে ঘি হজম হয়না।

;অযোগ্য লোক ए যোগ্য লোকের ए যোগ্য জিনিসের

সম্মান দিতে পারেনা)

২৮) কুত্তার নেংগুর, চোঙ্গাত্ ঢোকালেও সোজা হয় না।

;অবস্থার পরিবর্তন হয়না)

২৯) চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই,

সাক্ষী দেওয়ার কেউ নাই।

;সবাই খারাপএ তাই সেখানে বিচার করবার কেউ নেই)

৩০) দেখবি আর জ্বলবি ,

লুচির মত ফুলবি।

;অপরের প্রতি হিংসা করলে,

তাতে নিজেরই ক্ষতি)

৩১) সখি তুমি কারঃ

টাকা আছে যার!

;ধন যেদিকে,মেয়েদের মন সেদিকে)

৩২) হিংসা করবেন না!

চেষ্টা করুন!

;অপরের কাজে হিংসা না করেএ নিজের কাজে মন দিন)

৩৩) দেখলে হবেএ সোনা (ব্যক্তি)

জল বাদে সব কেনা।

;পরিশ্রম এর অর্থ দিয়েই সব আসে)

৩৪) দেখলে হবে খরচা আছে।

;সুন্দর যা কিছুএ তার পেছনে অর্থের যোগান আছে)

৩৫) কত হাতি ঘোড়া গেল তল !

মশা বলে কত জল!

;অনেক বড় বড় ব্যক্তি যেখানে ঘাবড়ে যায়! সেখানে ছোট ব্যক্তি এসে প্রভাব দেখাতে চায়)

৩৬) চাদু ঘুঘু দেখেছ

ঘুঘুর ফাঁদ দেখনি!

;অপরাধ দেখেছए কিন্তু অপরাধীদের ধরা পড়তে দেখনি)

৩৭) সময় খারাপ গেলেए ব্যাঙ্ও হাতিকে লাথি দেখায়।

;দুর্দিনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যক্তিও বড় ব্যক্তি কে অবহেলা করে)

গ্রামের শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত নারীদের মধ্যে আবার প্রবাদ ব্যবহারের পরিমাণের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। শহুরে অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত নারীদের মধ্যে প্রবাদ ব্যবহারের মাত্রার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। তবে গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলে বসবাসকারী নারীদের ভাষার মধ্যে প্রবাদ ব্যবহারের পরিমাণ কাছাকাছি। নারীর ভাষায় ব্যবহৃত প্রবাদের এই খোঁজ আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত নারীর ভাষার প্রবাদ গুলোকে সার্থক, সুন্দর, সুগঠিত করেছে। বাংলা প্রবাদের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। প্রবাদ ব্যবহারের হার নারীর ভাষায় ব্যবহৃত প্রবাদ এর পরিমাণ সারণি নিম্নে আলোচিত হলো।

<u>দক্ষিণ দিনাজপুরের নারীর ভাষায় গ্রামীণ এবং শহুরে নারীদের প্রবাদ ব্যবহারের শতকরা হার নির্ণয় সারণিঃ</u>

		গ্রামীণ		শহুরে		গ্রামীণ ও শহুরে	
		ব্যবহার করেন	ব্যবহার করেন না	ব্যবহার করেন	ব্যবহার করেন না	ব্যবহার করেন	ব্যবহার করেন না
নারীর ভাষায় ব্যবহৃত প্রবাদ	অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত নারী	৬৮:	৩২:	১৫:	৮৫:	৪৮:	৫২:
	অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত নারী	৩০ :	৭০ :	৫:	৯৫:	১৫:	৮৫:

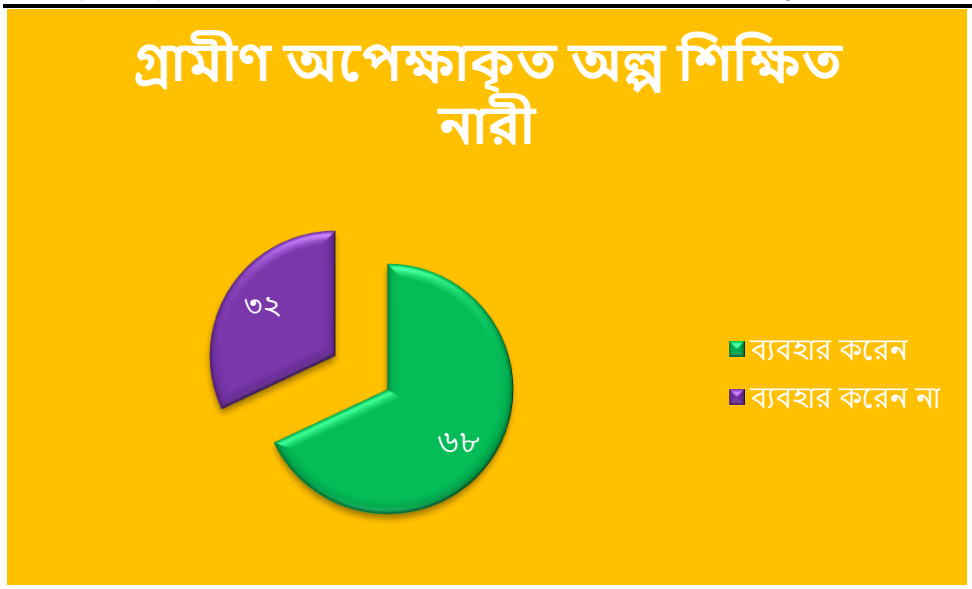

চিত্র- দক্ষিণ দিনাজপুরের নারীর ভাষায় গ্রামীণ এবং শহুরে নারীদের প্রবাদ ব্যবহারের শতকরা হারের পাই চিত্র।

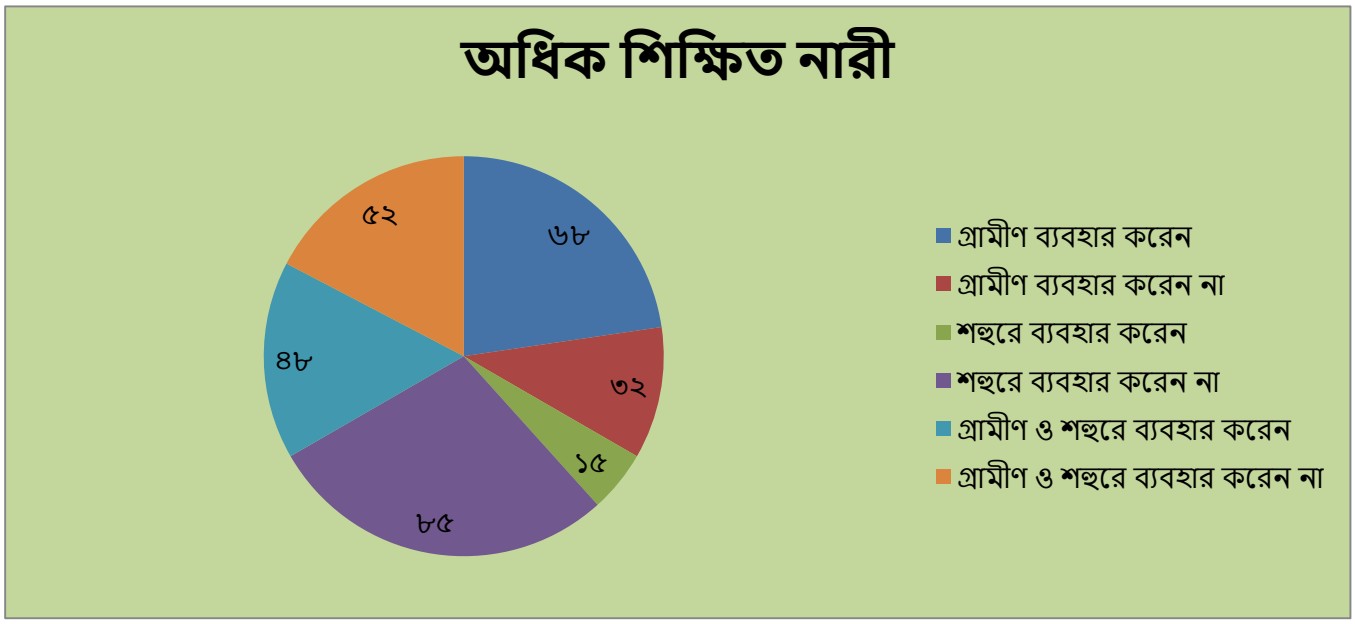

চিত্র- দক্ষিণ দিনাজপুরের নারীর ভাষায় গ্রামীণ এবং শহুরে নারীদের প্রবাদ ব্যবহারের শতকরা হারের পাই চিত্র।

পরিশেষে বলা যায় প্রবাদ গুলো বাঙালি মনের নিভৃত কোণে লুকিয়ে থাকা নারীর আর্থসামাজিক, মনোবৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক তথা বিচ্ছুরিত বিভিন্ন দিকের উদ্ভাসিত প্রকাশ হিসেবে আমাদের সামনে প্রকাশিত। প্রবাদ গুলোতে যেভাবে তাদের পারিবারিক জীবন ছোটখাটো খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সামনে ফুটে উঠেছে, তা অনবদ্য। কিভাবে একটি সমাজে সভ্যতায় তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছোট ছোট বিষয়গুলো জীবন কাহিনীর রঙিন স্বপ্নে প্রকাশিত হয়েছে তা প্রবাদ গুলোর মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি। তাই বর্তমান

গবেষণায় প্রবাদগুলো যথেষ্ট মূল্য রাখে এবং সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে বলে আমাদের মত।

তথ্যসূত্রনির্দেশ ঃ

১) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ১৯৩৭এ ১৪১৪

২) ীজজচেঃধ্ব্ূতবাবতুংতপণ্ববত্ত্ধ্ব্ববাএ আফসার ব্রাদার্সএ ঢাকা।

৩) মযহারুল ইসলাম, ১৯৬৭এ ৭৬

৪) বরুণ কুমার চক্রবর্তীএ ২০১০এ ৩২৪

৫) তদেবএ ৩২৪

৬) তদেবএ ৩২৪

৭) আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬২, ২

৮) তদেব, ৪

বাংলা উৎসপঞ্জি

আজিজুল হক মন্ডলএ ২০১৩, *বাংলা প্রবাদ বহু কৌণিক দৃষ্টিএ* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ একলকাতা

আশুতোষ ভট্টাচার্যএ ১৯৬২, *বাংলার প্রবাদ*, ক্যালকাটা বুক হাউস একলকাতাএ

জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, ১৯৮৬, *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* সাহিত্য সংসদএ কলকাতা

ড. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬২, *বাংলার লোকসাহিত্য,* (ষষ্ঠ খন্ড- প্রবাদ), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা

বরুণ কুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ২০১০, *প্রবাদ প্রসঙ্গএ* অক্ষর প্রকাশনী একলকাতা

বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ১৯৯৭, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা